দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JAN. 29 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত

বিনামূল্যের বই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে খোলা বাজারে

কাজী শাহীদুল ইসলাম ঃ প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের যে বই বিনামূল্যে পাওয়ার কথা সেই বই খোলাবাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এখনো বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য বই সরবরাহ করতে পারেনি। কিছু কিছু প্রাথমিক স্কুলে বই দেয়া হলেও, বইয়ের সরবরাহ অপর্যাপ্ত। অন্যদিকে স্কুলগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা বাজার থেকে চড়া দামে বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, অধিদপ্তর পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত কিছু অসাধু ব্যক্তির যোগসাজশে প্রতিবছরই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একদিকে স্কুলগুলোতে বই সরবরাহ করতে দেরি করা হয়, অন্যদিকে বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য বই বাজারে ছেড়ে দেয়া হয়। অভিভাবকরা তখন বাধ্য হয়ে বাজার থেকে বই কেনেন। এতে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ এবং অপচয় তো ঘটেই, অন্যদিকে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচিও মুখ থুবড়ে পড়ে। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের ছেলেমেয়েরা দীর্ঘদিন বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন থেকে এক সময় স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয়।

গত মঙ্গলবার দুপুরে 'সংবাদ'-এর এই প্রতিবেদক টিকাটুলির 'ওয়ারী বুক হাউজে' ক্রেতা সেজে ৫ম শ্রেণীর এক সেট বই চাইলে দোকানে কর্মরত এক ব্যক্তি ৬টি বইয়ের একটি সেট বের করে দেয়। দাম কত জানতে চাইলে দোকানি দেড়শ' টাকা বলে জানায়। সাদা কাগজে ছাপা প্রতিটি বই উল্টিয়ে দেখা যায় ভেতরে লেখা আছে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। এ বই তারা কিভাবে পেল জানতে চাইলে দোকানি ভয় পেয়ে যায়। সে জানায়, বাংলা বাজার থেকে বইগুলো কিনে আনা হয়। বাংলা বাজারে বইগুলো কোত্থেকে আসে সে জানে না বলে জানায়।

কিছুক্ষণ পরই পার্শ্ববর্তী কামরুননেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী অনন্যা বিশ্বাস জুঁই তার বাবার সঙ্গে বই কিনতে ওই দোকানে আসে। জুঁই জানালো, স্কুল থেকে বই দেয়ার কথা থাকলেও এখনো বই দেয়া হয়নি। কবে দেবে জুঁই জানে না। শিক্ষকদের কেউ কেউ নাকি তাদের বলেছেন পুরোনো বই সংগ্রহ করতে অথবা বাজার থেকে কিনে নিতে।

'সংবাদ' প্রতিনিধি কামরুননেসা স্কুলে গেলে স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী বাঁধন, ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী নিশা ও রূপাও একই কথা জানায়।

কামরুননেসা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সাজেদা সুলতানা জানান, বই দেয়ার সময় হলে শিক্ষা অফিস থেকে চিঠি আসে। চিঠি এলে আমরা স্কুল থেকে বই ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

বই ঃ বিনামূল্যের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লোক পাঠিয়ে বই আনিয়ে ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করি। আমরা জানামতে চিঠি এখনো আসেনি। প্রধান শিক্ষিকার কাছে এসেছে কিনা আমার নলেজে নেই। তবে এলে উনি আমাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দুপুরে না থাকায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করেও কথা বলা যায়নি।

শহীদ নবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে; কিন্তু শিক্ষকরা অপর্যাপ্ত বই সরবরাহের কারণে অনেককেই সব বই দিতে পারছিলেন না।

শহীব নবী স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাত চন্দ্র সরকার জানান, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ৬টি বইয়ের মধ্যে ৩টি বই নতুন দেয়ার কথা। অন্য ৩টি বই আগের বছরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা পুরনো বইয়ের মধ্য থেকে দিতে হয়। এক বছর পড়ার পর অনেক ছাত্র বইয়ের এমন অবস্থা করে যে, সেই বই আর পাঠযোগ্য থাকে না। তবুও সরকারি নিয়ম থাকায় তাদের সেই বই দিতে হয়। অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া ছেড়ে দিলে বই জমা দিয়ে যায় না। উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক কিছুদিন আগে উচ্ছেদ করা গোপীবাগ বস্তির কথা উল্লেখ করেন। ওই বস্তির অনেক ছেলেমেয়ে এ স্কুলে পড়ত। বস্তি উচ্ছেদের পর ওরা কে কোথায় গেছে কে জানে। তাদের বই তো সংগ্রহ করার প্রশ্নই ওঠে না।

স্কুলে বই সংকট অথচ বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে। স্কুল শিক্ষকরা বই বাজারে বিক্রি করে দেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, এটা তো অসম্ভব। একটা স্কুলে কত বই আসে আর বাজারে কত বই বিক্রি হচ্ছে, হিসেবটা করলেই বোঝা যাবে বাজারের বইয়ের উৎস অন্য কোন জায়গায়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এক কর্মকর্তা বাজারে অবৈধভাবে বই বিক্রির প্রসঙ্গে বলেন, সরকারি নিয়ম হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল এবং প্রাথমিক শিক্ষা উপ-বিভাগীয় পরিচালকের অনুমতি পায়নি এমন আন- রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে বই পায় না। তাদের জন্য সরকার নিউজি প্রিন্টে একই বই প্রকাশ করে এবং সেই বই পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। অন্যদিকে বিনামূল্যে বিতরণ করা বই হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা হয় বলে বিক্রিযোগ্য নিউজ প্রিন্টের বইয়ের চাইতে দেখতে ভাল এবং মজবুত।

তিনি আরো জানান, সরকারি ভাঙা স্কুলের 'করিমন' 'সরিমন'রা ভাল এবং মজবুত বই পড়বে আর কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ধনী মানুষের ছেলেমেয়েরা নিউজ প্রিন্টের কমজোরি বই পড়বে তা মানার মতো মানসিকতা নেই বলেই অবৈধ পথে বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য বই বাজারে চলে যায়। কিন্ডার গার্টেনের ছাত্রছাত্রীদের তো আর চড়া দামে বই কিনতে অসুবিধা নেই। ওই কর্মকর্তা যে পরিমাণ বই ছাপানোর কথা তার চেয়ে অনেক বেশি বই ছাপাখানাগুলোতে ছাপা হয় বলে জানান। ছাপাখানাগুলো বেশি বই ছাপছে নাকি যা ছাপাতে দেয়া হচ্ছে তাই ছাপাচ্ছে তা মনিটর করার তো কোন সিস্টেম নেই। এ অবৈধ কাজে পুলিশেরও অংশগ্রহণ আছে